তারিখ 04 SEP 1988
পৃষ্ঠা 4

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

কেজি স্কুলের শিক্ষাক্রম • পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক

গত ২৮-৮-৮৮ তারিখে দৈনিক 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত জনাব আঃ রবের 'কেজি ও বেসরকারী স্কুলের পাঠ্যবই অনুমোদন প্রসংগে' শীর্ষক পত্রটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

জনাব রব ইদানীং শহরাঞ্চলে প্রধানত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে গজিয়ে ওঠা কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলোর পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে একদিকে যেমন নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে তেমনি সরকার নিয়ন্ত্রিণ দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ করে এর অবমূল্যায়নের অপপ্রয়াস পেয়েছেন। জনাব রব কোন্ কিণ্ডার গার্টেন অথবা বেসরকারী স্কুলে শিক্ষকতার কাজে জড়িত, না স্কুলের ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট না আমার ন্যায় একজন সাধারণ অভিভাবক তা বুঝা গেল না। তবে তিনি শিক্ষক হলে তাঁর জানা উচিত ছিল যে, শিক্ষার কতকগুলো সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে যার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। এ উদ্দেশ্যসমূহ বৃহত্তর জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে শিক্ষার্থীর সঞ্চিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সংস্কৃতিগত অধিকারকে লব্ধজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঞ্জীবিত করে জাতীয় আদর্শ ও মূল্যবোধের আলোকে বংশ পরম্পরায় হস্তান্তর করে দেশ ও জাতির অগ্রগতির পথকে সুগম করা যায় না।

বর্তমানে কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলোতে জাতীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্যভিত্তিক কোন শিক্ষাক্রম নেই। পত্রলেখক নিজেও স্বীকার করেছেন যে, পাঠ্যপুস্তকও এক এক স্কুলের এক এক রকম। এগুলো সাধারণত নিজ নিজ স্কুল কর্তৃক প্রণীত ও অনুমোদিত যা জাতীয় আদর্শ ও চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ নাও হতে পারে। পক্ষান্তরে দেশের সরকারী ও সাধারণ বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোতে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশক্রমে গঠিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী এবং তার ওপর ভিত্তি করে রচিত পাঠ্যপুস্তক অনুসৃত হচ্ছে।

তবে উল্লেখ্য, কোন নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক স্থায়ী ব্যবস্থা নয়। যুগের চাহিদা ও পরিবর্তন আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এগুলোর পরিবর্তন, পরিমার্জন ও নবায়ন হয়ে থাকে যা সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে পরিগণিত। বাংলাদেশের ন্যায় সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ও উন্নয়নশীল দেশে যেখানে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং নিরক্ষতার অভিশাপ প্রকট সেখানে উদ্দেশ্যবিহীন ও ব্যয়বহুল শিক্ষাব্যবস্থা অনুসরণ করে তা থেকে কিছু লোকের অর্থাগমের ব্যবস্থা করা ছাড়া জাতীয় ভাবধারাপুষ্ট দক্ষ জনশক্তি ও দেশপ্রেমিক নাগরিক গড়ে তোলা সম্ভব কিনা তা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

পত্র লেখক প্রশ্ন করেছেন যে, কেজি স্কুলের পাঠ্যসূচীর জন্য বোর্ডের অনুমোদন নিতে হবে কেন এবং এসব স্কুলের শিক্ষকরা পাঠ্যসূচী তৈরী করতে সক্ষম কিনা। এর জবাবে এটুকু বলা চলে যে, দেশের প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার সকল স্তরের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য সরকার নিয়ন্ত্রিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিষয়-বিশেষজ্ঞ ও শ্রেণী-শিক্ষকদের নিয়ে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও নবায়ন করা হয়। এরূপ শিক্ষাক্রমের ওপর ভিত্তি করে পাঠ্যসূচী এবং পাঠ্যসূচী ভিত্তিক পাঠ্যবই ও অন্যান্য পাঠ-উপকরণ তৈরী হয়ে থাকে। কাজেই উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত দেশের যে কোন স্কুল ও কলেজে অনুসৃত শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যবই এ প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়ত, শিক্ষাক্রম ব্যতিরেকে যে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা যায় না এবং শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক যে শিখন-শেখানোর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কৌশল এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা থাকলে অভিজ্ঞ শিক্ষক পাঠ্যসূচী প্রণয়নে অবদান রাখতে পারেন। বস্তুত শিক্ষাক্রমকে শিক্ষার প্রকৌশল বলা হয়ে থাকে। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে শিক্ষাসংক্রান্ত সূক্ষ্ম কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন।

পত্র লেখক কেজি স্কুলের এবং সরকারী স্কুলের শিক্ষার মান সম্পর্কে যে প্রশ্ন তুলেছেন তা আরো বিভ্রান্তিকর। যেসব কেজি স্কুলে কোন শিক্ষাক্রম বা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সম্বলিত পাঠ্যসূচী নেই এবং কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বয়স, বোধশক্তি ও ধারণ ক্ষমতা বহির্ভূত প্রধানত বিদেশী ভাষায় লিখিত মোটা মোটা বই পড়ানো হয়, সেসব স্কুলকে গুণগত দিক দিয়ে কতটা উন্নত মানসম্পন্ন বলা যায় তা ভেবে দেখার বিষয়। কোন কোন কেজি স্কুলের ৩য় শ্রেণীতে এমন সব পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত আছে যা উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের জন্য সুপারিশকৃত।

যাহোক, বিলম্বে হলেও সরকার কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলোর পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনাপূর্বক অনুমোদন দানের ব্যাপারে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তা প্রশংসনীয়।

হাসান হাবিব,
৮/৩, এ্যালিফেন্ট রোড,
ঢাকা।